৩০-০৫-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার মতোন তোমাদের মিষ্টি হতে হবে, কাউকে দুঃখ দিওনা , কখনও ক্রোধ করা ঠিক নয়"

প্রশ্নঃ- কর্মের গভীর রহস্যকে জেনে, বাচ্চারা, তোমাদের কোন পাপ কর্ম করা উচিত্ নয় ?

উত্তরঃ- আজ পর্যন্ত দানকে পুণ্য কর্ম ভাবা হতো, কিন্তু এখন তোমরা বুঝতে পারছ দান করলেও অনেক সময় পাপ হয়ে যায় কারণ, যদি তোমরা এমন কাউকে টাকা দিলে, আর সেই টাকায় সে পাপ কাজ করলো, তবে তা' অবশ্যই তোমার অবস্থার ওপর প্রভাব পড়বে, এইজন্য বুঝে দান করো ।

গীতঃ- পাপের এই দুনিয়া হতে .....

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার সামনে বসে আছ । বাবা বলেন, হে জীব আত্মারা তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ ! তিনি আত্মাদের সাথে কথা বলছেন । তোমরা আত্মারা জানো যে, বেহদের বাবা আমাদের তাঁর সাথে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে দুঃখ বলে কিছু নেই । গানেও বলা হয়, এই পাপের দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো । এই দুনিয়া জানেনা পতিত দুনিয়া কাকে বলে ! দেখ আজকাল চারিদিকে মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ কত তীব্র আকার নিয়েছে ! ক্রোধের বশীভূত হয়ে তারা বলে, আমরা এদের দেশ ধ্বংস করে দেবো । মানুষ বলে, হে ভগবান ! ঘোর অন্ধকার থেকে তীব্র আলোর দিকে নিয়ে চলো, কারণ এই দুনিয়া পুরানো । কলিযুগকে পুরানো দুনিয়া আর সত্যযুগকে নতুন দুনিয়া বলা হয়ে থাকে । বাবা ব্যতীত নতুন দুনিয়া কেউ বানাতে পারেনা । আমাদের মিষ্টিবাবা আমাদের দুঃখধাম থেকে সুখধামে নিয়ে যান । বাবা তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ স্বর্গে নিয়ে যেতে পারেনা । বাবা কত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন, তবুও কারও বুদ্ধিতে বসেনা । এই সময় বাবার শ্রেষ্ঠ মতের প্রাপ্তি হয় । শ্রেষ্ঠ মত নিয়ে আমরা শ্রেষ্ঠ হই । এখানে যদি তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারো তবে শ্রেষ্ঠ দুনিয়ায় তোমরা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করবে । রাবণের এই দুনিয়া ভ্রষ্টাচারী । নিজের মনের মতে চললে 'মনোমত' বলা হয়ে থাকে । বাবা বলেন, শ্রীমতে চলো । আসুরিক মত তোমাদের আবার বারে বারে নরকের দিকে ঠেলে দেয় । ক্রোধ করা আসুরিক মত । বাবা বলেন, পরস্পরের প্রতি ক্রোধ কোরোনা । একে অপরকে ভালোবেসে এগিয়ে চলো । তোমাদের প্রত্যেককে নিজের জন্য রায় নিতে হবে । বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা পাপ কেন করো ? তোমাদের সবকিছু পুণ্যের হতে হবে । নিজের খরচ কম করে দাও । তীর্থক্ষেত্রে ধাক্কা খাওয়া, সন্ন্যাসীদের কাছে ধাক্কা খাওয়া আর নানারকম জাগতিক কর্মকাণ্ডে কত পয়সা খরচ করেছ ! বাবা সেই সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত করেন । বিবাহ অনুষ্ঠানে মানুষ কত কত খরচ করে, এমনকি ধার-দেনা করেও বিবাহ করায় । এক তো তারা ধার করে আর দ্বিতীয়তঃ তারা পতিত হয় । যারা সেইরকম পতিত হতে চায় তারা গিয়ে তবে সেইরকমই হও, কিন্তু যারা শ্রীমত অনুসরণ করে পবিত্র হতে চায় তাদের কেন বাধা দিচ্ছ ? বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন ঝগড়া করলে তোমাকে সহন করতেই হবে । মীরাও তো সবকিছু সহ্য করেছে তাই না ! বেহদের বাবা এসেছেন, রাজযোগ শিখিয়ে ভগবান ভগবতীর পদ প্রাপ্ত করাতে । শ্রীলক্ষ্মীকে ভগবতী আর শ্রীনারায়ণকে ভগবান বলা হয়ে থাকে । কলিযুগের অন্তে সকলেই তো পতিত , তবে তাঁদের কে চেঞ্জ করেছে ? এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা এসে কিভাবে স্বর্গ অথবা রামরাজ্যের স্থাপনা

করান । আমরা সূর্যবংশী বা চন্দ্রবংশী পদ পাওয়ার জন্য এখানে এসেছি । যারা সূর্যবংশী সুযোগ্য বাচ্চা হবে তারা যথার্থভাবে পড়া পড়বে । বাবা সবাইকে বোঝান, পুরুষার্থ করে তোমরা মা - বাবাকে ফলো করো । এমন পুরুষার্থ করো, যাতে তাঁদের উত্তরাধিকারী হও । যদি মাম্মা বাবার কথাই বলো তবে ভবিষ্যত্ সিংহাসনে বসার উপযুক্ত হয়ে দেখাও । বাবা বলেন, এমন পড়ো যাতে আমার থেকেও উঁচুতে উঠতে পারো । এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা তাদের বাবার থেকেও উঁচুতে উঠে যায় । বেহদের বাবা বলেন, আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাই, আমি হইনা ! কত মিষ্টি বাবা ! তাঁর শ্রীমত খুব প্রসিদ্ধ । তোমরা শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা ছিলে, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন পতিত হয়ে গেছ । এটা জয়-পরাজয়ের খেলা । মায়ার কাছে যারা হার স্বীকার করে তারা সবকিছুতেই হারে, যারা মায়াকে জিততে পারে তারা সবকিছু জিতে নিতে পারে । তোমরা মনকে জয় করতে চাও, এইরকম বলা রং ! মন কোনসময় ভাবনা থামাতে পারেনা । মন সঙ্কল্প করবে । চাইলে তোমরা কোনও সংকল্প ছাড়া বসে থাকতে পারো কিন্তু কতক্ষণ ? কর্ম তোমাদের করতেই হবে । তারা মনে করে গৃহস্থ ধর্মে থেকে গৃহস্থালি কর্ম তাদের করা উচিত্ নয় । হঠযোগী সন্ন্যাসীদেরও নিজের পার্ট আছে । তাদেরও নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম । অন্য কোনও ধর্মে ঘর-পরিবার ছেড়ে জঙ্গলে যায়না । যদি কেউ ছেড়েও দেয় তার কারণ সে সন্ন্যাসীদের সেইরকমই করতে দেখেছিলো । বাবা কখনও তোমাদের পরিবারের প্রতি উদাসীন হতে বলেননা । বাবা বলেন, যদিবা তোমরা ঘরে থাকো, কিন্তু পবিত্র হও । পুরানো এই দুনিয়াকে ভুলতে থাকো । তোমাদের জন্য আমি নতুন দুনিয়া বানাচ্ছি । শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসীদের বলেননা যে, তিনি তাদের জন্য নতুন দুনিয়া বানাচ্ছেন, তাদের সন্ন্যাস হদের, যার থেকে তারা সাময়িক সুখলাভ করে । অপবিত্র লোক তাদের কাছে গিয়ে মাথা নত করে । দেখ তারা পবিত্রতার কত মান দেয় ! আজকাল দেখ তাদের কত বড় বড় ফ্ল্যাট ! মানুষ দান করে কিন্তু তার মধ্যে কোনও পুণ্য নেই । তারা ভাবে ভগবানের নামে যা কিছু তারা করছে সবই পুণ্য । বাবা বলেন, কোন কোন কাজে আমার নামে তোমরা দান করছ ! দান তাদেরই করা উচিত্ যারা পাপ করেনা । যদি তারা তোমার দান নিয়ে পাপ করে তবে তোমার ওপরেও তার প্রভাব পড়বে । পতিতকে দান দিতে দিতে তোমরা কাঙাল হয়ে গেছ । সমস্ত অর্থ জলে গেছে । হয়তো তোমরা সাময়িক সুখ পেতে পারো, কিন্তু সেটাও ড্রামা । এখন তোমরা বাবার শ্রীমতে পবিত্র হচ্ছ । সেখানে তোমাদের কাছে প্রচুর অর্থ থাকবে । সেখানে কেউ অপবিত্র হয়না । এই সমস্ত খুব ভালো করে বুঝতে হবে । তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । তোমাদের মধ্যে অনেক রয়্যালটি থাকা উচিত্ । বলা হয়ে থাকে, যারা তাদের গুরুর বদনাম করে তারা কখনও তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনা । তাদের বাবা, টিচার এবং গুরু সব ভিন্ন । এখানে, বাবা, টিচার, সৎগুরু সবই এক । যদি তোমরা কোনও নিন্দনীয় কাজ করো তবে তোমরা তিনেরই বদনাম করবে । সত্যবাবা, সত্য টিচার এবং সৎগুরুর মতানুসারে চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাও । তোমাদের শরীর ছাড়তেই হবে তবে কেন না এই শরীর ঈশ্বরীয়, অলৌকিক সেবায় লাগিয়ে বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার নেবে ! বাবা বলেন, আমি এইসব নিয়ে কি করব ? আমি তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিই । সেখানেও আমি মহলে থাকিনা, এখানেও না । তারা গায়, হে মহাদেব ! আমাদের ঝুলি ভরে দাও । যাই হোক, কেউ জানেনা তিনি কখন কিভাবে সকলের ঝুলি ভরে দেন ! তোমাদের ঝুলি তিনি পূর্ণ করেছিলেন, সুতরাং অবশ্যই তিনি চৈতন্য রূপে বিদ্যমান ছিলেন । ২১ জন্মের জন্য তোমরা সুখী আর সম্পদশালী হয়ে যাও । এমন বাবার মতে তোমাদের প্রতি পদক্ষেপে চলা উচিত্ । লক্ষ্য অনেক উঁচু । যদি কেউ বলে আমি চলতে অপারগ, বাবা বলবেন, তাহলে আমাকে বাবা বলে ডাকো কেন ? যদি শ্রীমত না মানা হয় তাহলে অনেক শাস্তি পেতে হবে এবং পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । গানেও তোমরা শুনেছ - বলা হয় আমাকে এমন দুনিয়ায়

নিয়ে চলো যেখানে সুখ আর শান্তি আছে । একমাত্র বাবা তোমাদের তা' দিতে পারেন । যদি বাবার মতে না চলো তবে নিজেরই ক্ষতি করবে । এখানে খরচ ইত্যাদির কোনও প্রশ্ন নেই ! তোমাদের কখনও বলা হয়না গুরুর জন্য নারকেল বাতাসা নিয়ে এসো বা স্কুল ফিস্ দাও । সেইসব কিচ্ছু না । যদিওবা তোমরা নিজের কাছে টাকাপয়সা রাখতে পারো, কিন্তু শুধু এই নলেজ পড়ো । ভবিষ্যত্ সুন্দর করে গড়তে তো কোনও ক্ষতি নেই । এখানে তোমাদের মাথা নীচু করতেও শেখানো হয়না । অর্ধকল্প তোমরা টাকা দিয়েছ এবং মাথা নুইয়ে নুইয়ে কাঙাল হয়ে গেছ । বাবা এখন তোমাদের শান্তিধামে নিয়ে যাচ্ছেন সেখান থেকে তোমাদের সুখধামে পাঠিয়ে দেবেন । নবযুগ আর নতুন দুনিয়া সমাগত প্রায় । সত্যযুগকে নবযুগ বলা হয় । তারপর ক্রমান্বয়ে কলা কমতে থাকে । বাবা এখন তোমাদের পূজনীয় বানাচ্ছেন । নারদের উদাহরণ আছে - যদি তোমার মধ্যে কোনরকম অশুভ শক্তি থাকে তবে লক্ষ্মীকে তুমি বিবাহ করতে পারবেনা । বাচ্চারা তোমাদের ঘর- পরিবার দেখাশোনা করতে হবে আবার সার্ভিসও করতে হবে । প্রথমদিকে যারা খুব প্রহৃত হয়েছিল তারা পালিয়ে গিয়েছিলো । অনেক নির্দোষ অপমানিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের এসবের কোনও পরোয়া ছিলনা । ভাট্টিতে কেউ কেউ পাকাপোক্ত হয়েছিল এবং দুর্বল কয়েকজন চলে গিয়েছিলো । ড্রামার ভবিতব্য এইরকমই ছিলো । যা হওয়ার ছিলো হয়েছে এবং আবারও হবে । তারা আবারও তোমাদের অপমান করবে । সবচেয়ে বেশী অবমাননা হয় পরমপিতা পরমাত্মা শিবের । তারা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, কুকুর, বিড়াল, মত্স্য, কচ্ছপ ইত্যাদি ইত্যাদির মধ্যে তিনি থাকেন । বাবা বলেন, যারা আমার বদনাম করেছিল আমি তাদের নৈতিক উন্নতিসাধন করি, আমি পরোপকারী । আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাই । শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গের প্রিন্স ছিলেন । তারা বলে, সর্পদংশনে তিনি নীল হয়ে গেছেন । ওখানে কিভাবে সাপ কামড়াতে পারবে ! কৃষ্ণপুরীতে কংস কিভাবে আসবে ? সেইসব গল্পকথা ; ভক্তিমার্গের সামগ্রী, যা থেকে তোমরা ক্রমাগত নীচে নেমে এসেছ । বাবা তোমাদের সুন্দর ফুলে রূপান্তরিত করেন । কেউ কেউ আবার বড় কাঁটা । তারা গড ফাদারের কথা বলে, কিন্তু তারা কিছু জানেনা । তারা জানে তিনি ফাদার, কিন্তু বাবার থেকে তাদের কোন উত্তরাধিকার লাভ হবে তার কিছুই তাদের জানা নেই । বেহদের বাবা বলেন, আমি তোমাদের বেহদের বরসা দিতে এসেছি । তোমাদের এক হলেন লৌকিক ফাদার, দ্বিতীয় অলৌকিক ফাদার ব্রহ্মা, তৃতীয় হলেন পারলৌকিক ফাদার শিব । তোমাদের তিন ফাদার । তোমরা জানো, আমরা অলৌকিক বাবা ব্রহ্মার দ্বারা দাদার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করি । অতএব, শ্রীমতে চলতে হবে তবেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । সত্যযুগে তোমরা প্রারব্ধ ভোগ করো । সেখানে তোমরা না প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে জানো আর না শিবকে । সেখানে শুধু লৌকিক ফাদারকে জানো । সত্যযুগে তোমাদের শুধু একজন বাবা, ভক্তিমার্গে তোমাদের দুই বাবা থাকেন, জাগতিক বাবা আর জগত্ ঊর্ধে আলৌকিক বাবা । এখন, এই সঙ্গমযুগে, তোমাদের তিন বাবা । এই সমস্ত কথা অন্য কেউ বোঝাতে পারেনা । তোমাদের নিশ্চয় থাকতে হবে । তবে এইরকম নয় যে এই মুহূর্তে নিশ্চয় আর পর মুহূর্তে সংশয় ! সেটা তবে এই মুহূর্তে জন্ম আর পর মুহূর্তে মরে যাওয়ার মতো । তোমরা যখন মরে যাও, তোমাদের উত্তরাধিকারের প্রাপ্তিও শেষ হয়ে যায় । এমন বাবাকে কখনও ছেড়ে যেওনা ! যত নিরন্তর তাঁকেj স্মরণ করবে, সার্ভিস করবে ততো উঁচু পদ পাবে । বাবা আরও বলেন, আমার মত অনুসরণ করে চললে তোমরা বেঁচে যাবে । নয়তো, অনেক সাজা পেতে হবে । তোমরা যেসব পাপ করেছ তার সাক্ষাত্কার করানো হবে । সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়ে সাজা দেওয়া হয় । গর্ভজেলে থাকাকালীনও সাক্ষাত্কার করানো হয়, এই পাপ তুমি করেছ, এইজন্য তোমার এই শাস্তি । ক্রমান্বয়ে ঝাড়ের বৃদ্ধি হবে । যারা এই ধর্মের ছিলো কিন্তু অন্যান্য ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল তারা সব আবারও বেরিয়ে আসবে । বাকিরা নিজের নিজের সেকশনে চলে যাবে । নানাপ্রকার সেকশন

রয়েছে । দেখ ঝাড় কিভাবে বাড়ে ! ছোট ছোট শাখাও ক্রমাগত বেরিয়ে আসবে । তোমরা জানো, মিষ্টি বাবা এসেছেন আমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, এইজন্য তাঁকে লিবারেটর বলা হয় । তিনি দুঃখহর্তা, সুখকর্তা । তিনি আমাদের গাইড হয়ে আমাদের সুখধামে নিয়ে যান । এমনকি তিনি বলেনও, পাঁচ হাজার বছর আগে আমি তোমাদের সুখের সম্পর্কের মধ্যে পাঠিয়েছিলাম । তারপর তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছ । এখন বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার নিয়ে নাও । সবাই শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসে । কৃষ্ণের প্রতি যত বেশী ভালোবাসা আছে লক্ষ্মী- নারায়ণের প্রতি সেরকম নয় মানুষের এইসব জানা নেই যে রাধা-কৃষ্ণ পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয় । এই কথা কেউ জানেনা । এখন তোমরা জানো, রাধা এবং কৃষ্ণ আলাদা আলাদা রাজ্যের ছিলেন, পরে তাঁদের বিবাহ হলে, তাঁরা লক্ষ্মী -নারায়ণ হন । তারা কৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখিয়েছে । কৃষ্ণকে কেউ পতিত-পাবন বলতে পারেনা । রেগুলার বিনা পড়ায় কেউ উঁচু পদ পেতে পারবেনা । আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) নিজের আচরণ খুব রয়্যাল রাখতে হবে, খুব কম এবং মিষ্টি কথা বলতে হবে । শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য প্রতি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে ।

২) খুব মনযোগের সাথে পড়তে হবে । মা-বাবাকে ফলো করে সিংহাসনে বসার উপযুক্ত এবং উত্তরাধিকার হতে হবে । ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাউকে দুঃখ দিওনা ।

বরদানঃ- ব্রহ্মাবাবার সংস্কারকে নিজের মধ্যে ধারণ করে স্ব-পরিবর্তক তথা বিশ্ব-পরিবর্তক ভব

তাঁর অন্তিম মুহূর্তে, ব্রহ্মাবাবা নিজের যে সংস্কার বানিয়েছিলেন তা' বাচ্চাদের স্মরণ করিয়েছেন, নিরাকারী, নির্বিকারী এবং নিরহংকারী, সুতরাং, ব্রহ্মাবাবার এই সংস্কার ন্যাচারালি ব্রাহ্মণদের সংস্কার হয়ে যায় । সদা এই শ্রেষ্ঠ সংস্কারকে সামনে রেখে চলো । সারাদিনের সব কর্ম করার সময় চেক করো তিনটে সংস্কারই ইমার্জ রূপে আছে, এই সংস্কার ধারণ করতে পারলে স্ব-পরিবর্তক তথা বিশ্ব-পরিবর্তক হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- তোমার অব্যক্ত স্থিতি বানাতে চিত্র অর্থাত্ দেহকে দেখোনা, চৈতন্য এবং চরিত্র দেখ ।